দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
ঢাকা

038

তারিখ 22 MAR 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

এইচএসসি'র পর চার মাসঃ ভর্তি পরীক্ষার খোঁজ নেই

।। খায়রুল আনোয়ার ।।

ভর্তির সমন্বিত নীতিমালা না থাকায় প্রতি বছর উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিচ্ছু হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে নিদারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘসময় বসে থাকতে হয়। এতে শিক্ষাবর্ষের মূল্যবান সময়ের অপচয় হয়, তেমনি নীতিমালার অভাবে ভর্তির আশায় এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে ছোটাছুটিতে শিক্ষার্থীকে আর্থিক খেসারতও দিতে হচ্ছে।

দীর্ঘকাল ধরে এ সমস্যা চলতে থাকলেও এর সমাধানে এ পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফলে আগামীতে উচ্চ শিক্ষায় মাত্রাধিক শিক্ষার্থীর ভিড়ে সমস্যা আরও জটিল হবে এবং সেই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের বিড়ম্বনাও বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বলে সংশ্লি-

৩-এর পৃঃ দ্রঃ

দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
ঢাকা

তারিখ 22 MAR 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

ভর্তি পরীক্ষার খোঁজ নেই

(১-এর পৃঃ পর)

ষ্টরা আশংকা প্রকাশ করছেন।

সাধারণতঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চার বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। তবে বন্যার কারণে গত বছর পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে নবেম্বর মাসে। ফল প্রকাশের পর প্রায় পাঁচ মাস অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি সম্পন্ন হয়েছে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী মাসে ভর্তি পরীক্ষা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ভর্তি পরীক্ষার ফরম জমা নেয়া চলছে। বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ-খবর নিয়ে জানা যায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পুরো ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়ে ক্লাস শুরু হতে চলতি সেশন প্রায় শেষ হয়ে যাবে।

সমন্বিত নীতিমালার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভর্তির জন্যে দরখাস্ত আহ্বান করে। অপরদিকে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং ভর্তির কোন নিশ্চয়তা না থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীরা প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ভর্তির জন্যে ভিড় জমান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুয়ারে দুয়ারে ছোটাছুটিতে ভর্তিচ্ছুদের অনেক অর্থও ব্যয় হয়। এরপর রয়েছে ভর্তির ফরম, কয়েক প্রস্ত করে সার্টিফিকেট-মার্কশীটের ফটোকপি করা, ভর্তির গাইড বই কেনা ইত্যাদি বাবদ খরচ। অনেক ছাত্রছাত্রী আবার মোটা অংক খরচ করে ভর্তির আশায় কোচিং ক্লাসেও অংশ নেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্যে আসন সংখ্যা রয়েছে ৯ হাজার ৬৬০টি। আটটি মেডিক্যাল কলেজ, একটি ডেন্টাল কলেজ, চারটি প্রকৌশল ইনস্টিটিউট, দুটি কৃষি কলেজ, একটি বয়ন শিল্প ও একটি চর্ম ইনস্টিটিউটে মোট সিট সংখ্যা ২ হাজার ৩৫টি। অর্থাৎ দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাত্র ১১ হাজার ৬৯৫ জনের ভর্তির ব্যবস্থা আছে। অথচ গত এইচএসসি পরীক্ষায় শুধুমাত্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী ১২ হাজার ৪৮৮ জন। আর দ্বিতীয় বিভাগে পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৬ হাজার ৩৩৮ জন।

সমস্যার ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হক দৈনিক বাংলাকে বলেন, বিরাজমান তীব্র ভর্তি সমস্যার আশু সমাধান খুব কঠিন কাজ। তবে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সমন্বিত নীতিমালা থাকলে ছাত্রীরা উত্তীর্ণ হলে কোন প্রতি- ভাবকদের আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ অনেকখানি কমানো সম্ভব। এতে শিক্ষাবর্ষের অপচয়ও কমবে।

তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, অনেক দেশেই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বিত বা কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তির ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশেও অবিলম্বে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে প্রফেসর হকের সুপারিশ হচ্ছে, এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময়ই ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হলে কোন প্রতিষ্ঠান বা বিষয়ে পড়তে আগ্রহী তার জন্যে পৃথক একটি ফরম পূরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এইচএসসির ফল প্রকাশের পর কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে কম্পিউটারের সাহায্যে এইচএসসি পরীক্ষার ফল এবং ভর্তি পরীক্ষার ফল অথবা যেকোন একটি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্যে শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন একই সঙ্গে সম্পন্ন করা যেতে পারে। অথবা এ ব্যাপারে শিক্ষাবিদ এবং সংশ্লিষ্টদের সুপারিশের ভিত্তিতে অন্য কোন সিদ্ধান্তও নেয়া যেতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।